بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
২৩ সেপ্টেম্বর ২০২১

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করলো মজলিস আনসারুল্লাহ্ জার্মানি

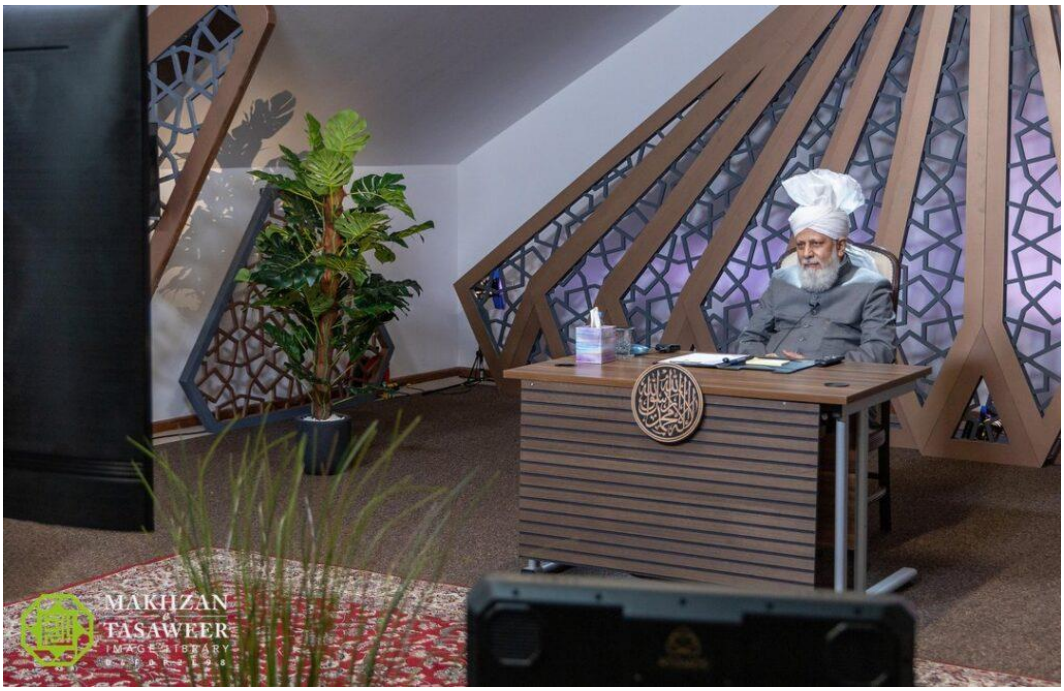

"সেই সকল জাতিই উন্নতি করে যারা নিজেদের দুর্বলতাসমূহ দৃষ্টিপটে রাখে এবং এর ওপর উন্নতি করার জন্য চেষ্টা করে।" – হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)

১৯ সেপ্টেম্বর ২০২১, মজলিস আনসারুল্লাহ্ (চল্লিশোর্ধ্ব আহমদী পুরুষদের অঙ্গ-সংগঠন) জার্মানির ন্যাশনাল মজলিসে আমেলা (কার্যনির্বাহী পরিষদ) আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)-এর সাথে এক ভার্চুয়াল অনলাইন সভায় যোগদানের সুযোগ লাভ করেন।

হুযূর আকদাস টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে এমটিএ স্টুডিও থেকে সভায় সভাপতিত্ব করেন, আর আমেলার (কার্যনির্বাহী পরিষদের) সদস্যগণ জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্টে অবস্থিত বায়তুস সুবূহ মসজিদ কম্প্লেক্স থেকে যোগদান করেন।

সভায় হুযূর আকদাস উপস্থিত সকলের সঙ্গেই কথা বলেন এবং ন্যাশনাল আমেলার সদস্যগণের ওপর অর্পিত বিভিন্ন দায়িত্বের বিষয়ে আলোচনা করেন এবং তাদের নিজ নিজ বিভাগীয় কর্মকাণ্ডের উন্নতির বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

সব সময় উন্নতির জন্য সচেষ্ট হওয়ার গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"যদি আপনারা আপনাদের দুর্বলতাগুলোর ওপর দৃষ্টি রাখেন, তবে আপনাদের উন্নতি হতে থাকবে। কারো অর্জনে সন্তুষ্ট হয়ে যাওয়া তার উন্নতির জন্য বাধা হয়ে দাঁড়ায়। নিশ্চিতভাবে, সেই সকল জাতিই উন্নতি করে যারা নিজেদের দুর্বলতাসমূহ দৃষ্টিপটে রাখে এবং এর ওপর উন্নতি করার জন্য চেষ্টা করে। ... যদি আমরা সেবা করতে চাই এবং উন্নতি করতে চাই তবে তা কেবল মাত্র আল্লাহর খাতিরে। যদি আমরা নিজেদেরকে প্রকৃত অর্থে বিশ্লেষণ করতে চাই তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই অনুধাবন করতে হবে আমাদের অবস্থান কোথায় এবং প্রকৃত বাস্তবতা কী।"

মানবসেবামুলক কর্মসূচি পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত কায়েদ ইসার-এর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে, হুযূর আকদাস নির্দেশনা প্রদান করেন যে, আফ্রিকার মানুষের সেবার জন্য তাদের বড় আকারের প্রকল্প হাতে নেওয়া উচিত, যেমন সেবামূলক সংস্থা হিউম্যানিটি ফার্স্ট-এর মাধ্যমে মডেল ভিলেজ নির্মাণ।

পবিত্র কুরআন শিক্ষা এবং ওয়াকফে আরযী কর্মসূচী, যেখানে মানুষ দুই সপ্তাহের জন্য নিজেদের উৎসর্গ করেন পবিত্র কুরআন শিক্ষায় সহায়তা বা ইসলামের বাণী প্রচারের জন্য, যেন বাস্তবায়িত হয় তার দায়িত্বে নিয়োজিত কায়েদ তালীমুল কুরআনের উদ্দেশে হুযূর আকদাস বলেন যে, ওয়াকফে আরযীর জন্য সময় উৎসর্গ করে দৃষ্টান্ত স্থাপনের মাধ্যমে আমেলার সদস্যদের নেতৃত্ব প্রদান করা উচিত।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“জাতীয় এবং স্থানীয় সকল পর্যায়ের সকল আমেলার সদস্যের ওয়াকফে আরযী কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করা উচিত। এই লক্ষ্যই আপনাদের নির্ধারণ করা উচিত যে, আমেলার সদস্যদের জন্য দুই সপ্তাহের ওয়াকফে আরযী করা আবশ্যক।”

সভার শেষাংশে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“কেবল প্রশ্ন করে আর উত্তর শুনে কোন লাভ নেই যদি কাজে পরিণত করা না হয়। সুতরাং, আপনারা যথাসাধ্য চেষ্টা করুন এবং এরপর দোয়া করুন যেন আল্লাহ তা’লা সর্বোত্তম পরিণাম প্রকাশ করেন এবং আপনাদের প্রচেষ্টাকে আশিসমণ্ডিত করেন আর এরপর বিষয়টি আল্লাহ্‌র হাতে ছেড়ে দেন। কাজের ক্ষেত্রে এবং দোয়ার ক্ষেত্রে দুর্বলতা রয়েছে, আর তাই আপনাদেরকে প্রথমে এই দুর্বলতাগুলো দূর করতে হবে এবং তারপর এটি বলা যেতে পারে যে, কোন কিছু অর্জিত হয়েছে।”